দৈনিক
ইনকিলাব

16 APR 2008

৩ বছর প্রভাষক অতঃপর অধ্যক্ষ

দুর্নীতির মাধ্যমে মোঃ সেলিম ভূঁইয়া আজ কোটিপ[illegible]

রিয়াজ চৌধুরী : বহুল আলোচিত শিক্ষক নেতা দনিয়ার এ কে স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ [illegible]
সেলিম ভূঁইয়া ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। শিক্ষা মন্ত্রণাল[illegible]
এক তদন্তে সেলিম ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগের প্রমাণ পাওয়া গে[illegible]
কলেজের গাড়ী ক্রয়, কোচিং ফি, শিক্ষক নিয়োগ, স্থানীয় সরকার থেকে নেয়া অনুদানের [illegible]
এবং শিক্ষক কল্যাণ ফান্ডের অর্থ আত্মসাৎ করে তিনি আজ কোটিপতি বনেছেন। প্র[illegible]
উপদেষ্টার নির্দেশে মোঃ সেলিম ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে পরিচালিত এক তদন্তে অধ্যক্ষ হিসেবে নি[illegible]
অবৈধ প্রমাণ পেয়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ পাঠানো হয়েছে। এদিকে [illegible]
৭ এপ্রিল মন্ত্রণালয় থেকে মাউশি মহাপরিচালককে প্রিন্সিপাল হিসেবে সেলিম ভূঁইয়ার নি[illegible]
অবৈধ ও এমপিওভুক্তি বাতিল করে বিধিমোতাবেক আগামী ২০ এপ্রিলের মধ্যে ব্যবস্থা নে[illegible]
নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বেসরকারী স্কুলে অধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও উচ্চশি[illegible]
অধিদপ্তরের নীতিমালা অনুযায়ী প্রার্থীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্সসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাস্টার্স [illegible]
বা তৃতীয় শ্রেণীর অনার্সসহ মাস্টার্স

পৃঃ ১১ঃকঃ

৩ বছর প্রভাষক অতঃপর অধ্যক্ষ

১২-এর পৃষ্ঠার পর

ডিগ্রী হতে হবে। কিন্তু সেলিম ভূঁইয়া তৃতীয় শ্রেণীর ডিগ্রী (পাস) এবং তৃতীয় শ্রেণীর মাস্টার্স (ইংরেজী) ডিগ্রীধারী। তার অনার্স ডিগ্রী নেই। সেক্ষেত্রে তিনি অধ্যক্ষ হওয়ার যোগ্য নয় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষ হতে হলে সরকারী পরিপত্র অনুযায়ী, কলেজ শিক্ষক হিসেবে ১০ বছরের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। কিন্তু তার সে অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি সহকারী শিক্ষক হিসেবে আনোয়ারা বেগম মুসলিম বিদ্যালয়ে ১৯৮৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারী যোগদান করেন। পরে ১৯৯৫ সালে তিনি স্কুলটির কলেজ শাখায় প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯৯ সালে মিরপুর মফিদ-ই- আম উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ২০০২ সালে এ কে স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। তিন বছর প্রভাষক থেকে তিনি অধ্যক্ষ হয়েছেন। এ কারণে তার নিয়োগ অবৈধ বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

সেলিম ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে কোটি টাকা আত্মসাতের প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি। জমি ক্রয়ের জন্য অগ্রণী ব্যাংক থেকে ৬৪ লাখ টাকা উত্তোলন করলেও তিনি দলিল রেজিস্ট্রি করছেন মাত্র ১২ লাখ ৫৫ হাজার টাকায়। প্রতিষ্ঠানের জন্য দু'টি মাইক্রোবাস কেনার জন্য ১৮ লাখ টাকা উত্তোলন করলেও ১৫ লাখ টাকায় তিনি ১টি মাইক্রোবাস ক্রয় করেন। বাকি টাকা তিনি আত্মসাৎ করেছেন। এছাড়া প্রত্যুষের আলো নামে অখ্যাত একটি পত্রিকার জন্য তিনি শিক্ষকদের নিকট থেকে এককালীন চাঁদা গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তির জন্য প্রতি বছরই ১০০ টাকার বিনিময়ে প্রতিষ্ঠান থেকে ফরম বিতরণ

দেখাতে পারেননি বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ[illegible]
হয়েছে।

এছাড়া স্কুল শাখায় শিক্ষক নিয়োগে ১ লাখ টাকা [illegible]
কলেজ শাখায় নিয়োগের জন্য ২ লাখ টাকা উৎ[illegible]
গ্রহণ করা হয়েছে বলে শিক্ষকরা জানিয়েছেন, [illegible]
তথ্য রয়েছে তদন্ত প্রতিবেদনে। ২০০০ সালে স্থা[illegible]
সরকার মন্ত্রণালয় থেকে দেড় লাখ টাকা [illegible]
করলেও তদন্ত কমিটির কাছে ৫১ হাজার [illegible]
টাকার হিসাব দেখিয়েছেন। বাকি প্রায় ১ লাখ [illegible]
তিনি আত্মসাৎ করেছেন বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ [illegible]
হয়েছে। আসবাব ক্রয়ে কোনো নীতিমালা [illegible]
হয়নি। স্কুলে কোচিংয়ের নামে যে টাকা আদায় হ[illegible]
সেলিম ভূঁইয়া এককভাবে শিক্ষকদের মাঝে [illegible]
করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি আর্থিকভাবে লাভবান হ[illegible]
বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া [illegible]
শিক্ষক হিসেবে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বি[illegible]
নিয়োগ পেলেও ২০০৩ ও ২০০৬ সালে ইং[illegible]
বিষয়ের প্রধান পরীক্ষকের দায়িত্ব পালন করে[illegible]
তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, তার এ অ[illegible]
গুরুতর এবং শাস্তিযোগ্য।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, অধ্যক্ষ হিসেবে [illegible]
নিয়োগের যোগ্যতা নেই তাকে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ [illegible]
প্রতি মাসে ১৮ হাজার ২শ' টাকা দেয়া হয়[illegible]
বোধগম্য নয়। তদন্ত প্রতিবেদনে তার বি[illegible]
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করে বলা হ[illegible]
আর্থিক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞদের দ্বারা [illegible]
করলে আরো তথ্য পাওয়া যেতে পারে।